যুগান্তর

28 APR 2008

মমতাজউদ্দীন পাটোয়ারী

বিজ্ঞপ্তি দিয়ে উপাচার্য নি

শিক্ষা

বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর জন্য উপাচার্য, উপ-উপাচার্য ও কোষাধ্যক্ষ নিয়োগে প্রচলিত নানা নিয়ম/অনিয়ম ভেঙে একটি অভিন্ন পদ্ধতি উদ্ভাবনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ভাষায় এটিকে সার্চ কমিটি বলা হচ্ছে। এর দায়িত্ব পেয়েছে সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন নয়। আমাদের দেশে আমলাতন্ত্র যে অধিক দক্ষ, মেধাবী, শিক্ষিত, বিজ্ঞ-অভিজ্ঞ— তারা পারেন না বা জানেন না— জ্ঞানের এমন কোন শাখা বা ক্ষেত্র নেই— সেটিই বোধ হয় নতুন করে প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয়েছে। গত ২২ এপ্রিল এই সার্চ কমিটির নামে জাতীয় পত্রিকায় সাতটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদে নিয়োগের জন্য একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। বাংলাদেশে এই প্রথম এ ধরনের কোন বিজ্ঞপ্তি পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হল। না, উপাচার্য হওয়ার আগ্রহ থেকে নয়, বরং বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের একজন সদস্য হিসেবে অদূর ভবিষ্যতে কেমন উপাচার্যের অধীনে শিক্ষকতা জীবনের বাকি সময় কাটাতে হবে তা বুঝতে হবে হবু উপাচার্যদের যোগ্যতা জানতে বিজ্ঞপ্তিটি নেড়েচেড়ে দেখা আর কি! হ্যাঁ, বুঝতে বাকি নেই, ব শিগগিরই ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া বাকি ২৫-২৬টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে মজা, 'শিক্ষানুরাগী' উন্নয়ন কৌশলী ইত্যাদি নামের অনেককেই উপাচার্য, উপ-উপাচার্য এবং কোষাধ্যক্ষ হিসেবে আমরা পেতে যাচ্ছি। প্রকল্পের এই পর্যায় বাস্তবায়িত হওয়ার পর অবশিষ্ট চারটি বিশ্ববিদ্যালয়েও তাদের আবির্ভাব ঘটতে পারে তেমনটিই বোধ হয় আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে। সুতরাং অদূর ভবিষ্যতে অনেক বিস্ময়কর অভিজ্ঞতার সম্মুখীন আমরা হবই— এতে কোন সন্দেহ নেই।

মূল আলোচনায় প্রবেশের আগে একটু পটভূমি, বিশ্ববিদ্যালয়গুলো, আমাদের মহামান্য উপাচার্যদের যোগ্যতা, দক্ষতা, অভিজ্ঞতা, দূরদর্শিতা, পারদর্শিতা ইত্যাদি সম্পর্কে সামান্য আলোকপাত করতে চাই। স্বাধীনতার পরপর ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম, জাহাঙ্গীরনগর ও বুয়েটে যে ক'জন উপাচার্য নিয়োগ লাভ করেছিলেন তাদের সম্পর্কে বিশ্ববিদ্যালয় বা শিক্ষা জগতে শ্রদ্ধার কোন ঘাটতি ছিল না। যে নিয়োগটি নিয়ে প্রথম তীব্র সমালোচনা উঠেছিল তা ছিল রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে একাত্তরে পাকিস্তানি বাহিনীর একান্ত সহযোগী বলে খ্যাত ড. এমএ বারীকে সিরাজুর রহমান উপাচার্য পদে নিয়োগ প্রদান করলে দেশব্যাপী তীব্র প্রতিবাদ ও আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছিল। এরপর থেকে দেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা যত বেড়েছে, উপাচার্য নিয়োগে দলীয় বিবেচনা অল্প-বিস্তর হলেও বাড়তে শুরু করে। দু'একজন দুর্বল চরিত্রের উপাচার্য কোথাও কোথাও নিয়োগপ্রাপ্ত হলেও পার্টিজান মার্কা উপাচার্য নিয়োগ লাভ করেছিল মূলত বিগত চারদলীয় জোট সরকারের আমলে। আওয়ামী লীগের আমলে আওয়ামী ঘরানার উপাচার্য নিয়োগ পেলেও দুর্নীতি, দলবাজি, রাতকে দিন, দিনকে রাত করার মতো অভিযোগ তাদের কারও বিরুদ্ধে ওঠেনি। তবে চারদলীয় জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর যারা বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য, উপ-উপাচার্য এবং কোষাধ্যক্ষ পদে নিয়োগ লাভ করেছিলেন, তারা সবাই এক নামে, দলবাজ হিসেবে নিজেদের দেশব্যাপী পরিচিত করেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে এই সব উপাচার্য, জামায়াত-শিবির, ছাত্রদল ও জাতীয়তাবাদী বলে পরিচিত লোকদের চাকরি, পদোন্নতি, লুটপাট করার একটেটিয়া সুযোগ প্রদান করেছিলেন। ড. আফতাব আহমেদের মতো একালের মেধাবী ও ভূখোড় বাম, পরবর্তীকালের জামায়াতি-জাতীয়তাবাদী উপাচার্য জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে দলবাজির যে নজির স্থাপন করে গেলেন তা পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল ঘটনা বললেও কম বলা হবে হয়তো। এর কুফল এই বিশ্ববিদ্যালয় ভগ্ন গোটা জাতিকে আগামী ৩০-৩৫ বছর ক্রমাগত ভোগ করতে হবে, এতে কোন সন্দেহ নেই। একই ধরনের অপকর্ম ড. এরশাদুল বারী, ড. খলিলুর রহমানও যথাক্রমে উন্মুক্ত ও ভাসানী বিশ্ববিদ্যালয়ে করেছেন। জোট সরকারের আমলে নিয়োগপ্রাপ্ত সব উপাচার্যই জামায়াত-বিএনপি ঘরানার চিহ্নিত ব্যক্তিদের গণহারে নিয়োগ প্রদান করে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে একেবারে পঙ্গু করে দিয়েছেন। কম-বেশি সব উপাচার্যের বিরুদ্ধেই ব্যাপক দুর্নীতিসহ নানা অভিযোগ রয়েছে। উপাচার্য পদটি এককালে মর্যাদার যে আসনে ছিল, জোট সরকারের আমলে নিয়োগপ্রাপ্ত উপাচার্যরা তা মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছেন বললেও মনে হয় কম বলা হবে। খুব কাছে থেকে তখন তাদের যে রুদ্রমূর্তি দেখেছি তা এককথায় ভয়ানক। বেশির ভাগ উপাচার্যই জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চার চেয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে চারদলীয় জোটের ঘাঁটি স্থাপন, ক্ষমতায় চারদলীয় জোটকে ফিরিয়ে আনার ক্ষেত্রে অবদান বা ভূমিকা রাখা, জোটের মন্ত্রী, এমপি, দলীয় নেতা, ছাত্রদল, ছাত্রশিবিরের নেতাকর্মীদের খুশি করা, তাদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা, তাদের সুবাদে হাওয়া ভবন, মগবাজারের বিশেষ ভবন ইত্যাদির সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষা করা— ইত্যাদিকেই বেশি মূল্য দিতেন, গুরুত্বপূর্ণ মনে করতেন। উপাচার্য দফতরে ছাত্রদল-ছাত্রশিবিরের নেতাকর্মীদের কদর যত বেশি ছিল, ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবীণ বা খ্যাতিমান অধ্যাপকের অবস্থানও ততটা ছিল না, প্রবেশের সুযোগ ততটা অবারিত ছিল না। বিশ্ববিদ্যালয়ে জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা, শিক্ষার মানোন্নয়ন, শিক্ষাঙ্গনকে যুগোপযোগী করার ক্ষেত্রে কোন একজন উপাচার্য সামান্যতম কোন উদ্যোগ নিয়েছেন এমন কোন একটি নজির থাকলে এক ধরনের সাহস খুঁজে পেতাম। না, বিশ্ববিদ্যালয়ের জাতীয়তাবাদী ইসলামী মূল্যবোধে বিশ্বাসী উপাচার্যদের বোধের সেদিকে তখন ছিল না। তারা দলের কৃপায় জীবনে উপাচার্য হয়েছেন সেই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ, ঋণ পরিশোধ, দলীয় নেতাকর্মীদের আদেশ-নির্দেশ পালন, কেউ কেউ অর্থকড়ি হাতিয়ে বড় হওয়া, রাজকীয় জীবনযাপন করা নিয়েই ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। যেন এমন সুযোগ আর যদি তাদের জীবনে না আসে! জোট সরকার খুঁজে খুঁজে তেমন ব্যক্তিগুলোকেই যেন বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে উপাচার্য, উপ-উপাচার্য এবং কোষাধ্যক্ষ পদে বাছাই করেছিলেন। গত সাত বছর ওইসব দলবাজ উপাচার্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে যে পর্যায়ে নামিয়েছেন, যে সব আবর্জনা ঢুকিয়েছেন, যে সব অনিয়ম, দুর্নীতির পাহাড় গড়ে তুলেছেন তা পরিষ্কার করা কোন বিবেকসম্পন্ন মানব সন্তানের পক্ষে সম্ভব হবে কিনা তাতে গভীর সন্দেহ আছে। অযোগ্য অথচ দলীয় অনুগত শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীর ভারে সবক'টি বিশ্ববিদ্যালয় এখন ন্যুব্জ পড়ার অবস্থা। কোন একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে মানসম্মত পাঠদান সম্ভব হওয়ার নয়, জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা সুদূর পরাহত হয়ে পড়েছে। এসব ব্যক্তির চাকরি, পদোন্নতি সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্তি ও বৃদ্ধিতে কোথাও হাত দেয়া, নিয়ম-নীতি চালু করা, শৃংখলা ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করা, লেখাপড়ার মান বৃদ্ধি করা মোটের ওপর এখন অসম্ভব ব্যাপার। কেউ তেমন চেষ্টা করলে গদিচ্যুতি, জীবন বিপন্ন হওয়াসহ অনেক কিছুই তার জন্য অপেক্ষা করবে। আর মোটেও কথাগুলো বাড়িয়ে বলছি না। উ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ভেতরে দলীয় পরিচয় নিয়ে সুবিধাবাদী অযোগ্য, দলবাজ, দুর্নীতিপরায়ণ গোষ্ঠী এতটাই সংঘবদ্ধ হয়ে আছে যে, কোন উপাচার্য নিয়ম-নীতি প্রতিষ্ঠা, শিক্ষার মানোন্নয়ন উদ্যোগ নিয়ে আদৌ টিকে থাকতে পারবেন তার বিরুদ্ধে কায়েমি স্বার্থবাদী গোষ্ঠী কিভাবে মাঠে নামে অনেকে বাইরে থেকে বুঝতেই পারবেন না। সুতরাং ধরনের পরিস্থিতিতে কোন বিবেকবোধ সম্পন্ন শিক্ষক এ ওই পদগুলোতে দায়িত্ব নিতে আগ্রহী হবেন তা আমার হয় না। বাস্তবতা হচ্ছে, দেশের কোন একটি বিশ্ববিদ্যালয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা, গবেষণা, শিক্ষা ও সংস্কৃতির চর্চায় প না ওঠার কারণে, সেই বাধ্যবাধকতায় বেড়ে না ওঠার কার এগুলোর অভ্যন্তরে বাসা বেঁধেছে দলবাজি, সাম্প্রদায়িক ধর্মান্ধতা, দখলদারিত্ব, সুবিধাবাদ, দুর্নীতি, বিদ্যাশিক্ষা গবেষণাহীনতা, নিয়োগ বাণিজ্য ইত্যাদি। সেই পরিস্থিতি উপাচার্য, উপ-উপাচার্য এবং কোষাধ্যক্ষ নিয়োগের ক্ষে কোন সৎ, মেধাবী, যোগ্য, ব্যক্তিত্বসম্পন্ন অধ্যাপক নিয়ে বিরক্তি দেখে স্বেচ্ছায় এগিয়ে যাবেন তা আমার বিশ্বাস হ না। তবে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তি দেখে অনেকেই দরখাস্ত কর পারেন— যাদের উপাচার্য হওয়া না হওয়ার বিষয় বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য তেমন গুরুত্ব বহন করে না, ব্য মানুষটি তার জীবনযাত্রায় আরেক উপাচার্য ব্যবহার ব হয়তো পরবর্তী জীবনে নানা সুযোগ-সুবিধা ভোগ কর পারেন। তেমন সুবিধাবাদী বিবেচনা থেকে কেউ দ হয়তো দরখাস্ত করতে পারেন, করবেনও হয়তো।

এখন আসা যাক বিজ্ঞপ্তির কথায়। সার্চ কমিটির বিজ্ঞপ্তি যেসব যোগ্যতা চাওয়া হয়েছে তা হচ্ছে, 'পদমর্যাদার সম্পত্তিপূর্ণ বিশিষ্ট তথাকথিত পরীক্ষিত ব্যক্তিত্ব, উপ নেতৃত্ব দানের ক্ষমতা এবং দায়িত্ব পালনের অঙ্গীকার, বি সম্প্রদায় ও প্রশাসনিক কর্মকর্তা-কর্মচারী নির্বিশেষে স

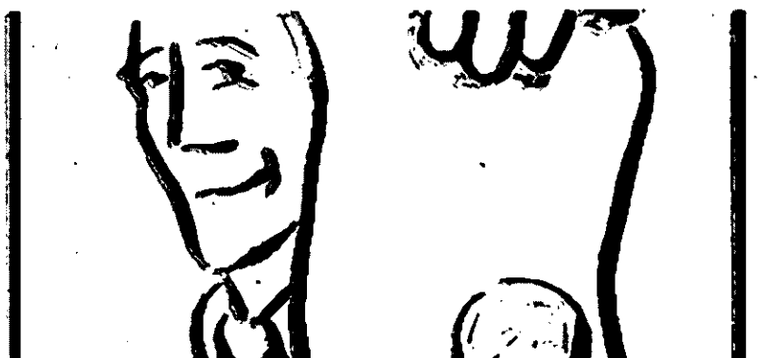

ক্রয়-বিক্র

ফ্ল্যাট বিক্রয় : ঋণ সুবিধাসহ
এলাকায় গ্রীনরোড, মনিপুরিপাড়
গাড়ি (স্যুটিং ক্লাবের পিছনে
প্যামলীতে আকর্ষণীয়
নির্মাণাধীন ফ্ল্যাট বিক্রয়।
পরিশোধে বিশেষ ছাড়।
লিমিটেড। ০১৯১৭৭
০১৯১৭৭০২০৬১। ৮৮
৮৫২৪৬০, ৮৮৫১৬১৭। বি-৮৪

ল্যাপটপ বিক্রয় : বিভিন্ন
ল্যাপটপ/ল্যাপটপের সব
এক্সেসরিজ বিক্রয়/ সার্ভিসিং
কম্পিউটারস, ঢাকা # ৮৬
৯৬৭৫৪০৬, ০১৭১৩০
০১৮১৮১৮৪৮৯০। বি-৮

ক্রয়-বিক্রয় : পুরাতন
এলুমিনিয়ামের দরজা পার্টি
বিক্রয় করা হয়। বিসমিল্লাহ
২৮৭/১৩ সি খিলগাঁও
পোস্টঅফিসের নিকটে
০১১৯৯৩০৭৫৮৭। বি-৮

ফ্ল্যাট বিক্রয় : কদমতলা
মগবাজার ও খিলগাঁওয়ে ৮৮
বর্গফুটের ফ্ল্যাট বিক্রয়।
বিশেষ ছাড়। সৈয়দ ইঞ্জিনি
৮৩৬৩৭২৫, ৮৩
০১৭১৩০৩৫২৫৭, ০১৭২৭২০৮
বি-৮

আকর্ষণীয় রেডি প্লট বিক্রয়
হাউজিং রামপুরায় আফতাবনগর
ব্লক-ডি রোড-৩ সেক্টর-১, তিন
কাঠার রেজিষ্টারীকৃত ২টি প্লট
০১১৯৮১৩২৩৩২, ০১৭২৬৫
০১৯১২৪৪২৭১৮। বি-৮

ফ্ল্যাট বিক্রয় : বনশ্রীতে ৩০ ফু
পাশে (৩ বেড) ১২০০ বর্গফুট
টাকায় ফ্ল্যাট। এলিগ্যান্ট, ৮২
০১৯১২৯৯৪৩৫৬, ০১৬৭২৮
০১৭১৫৩১৩৪৭১, ০১৭১৫৩৬
০১৭২৬০২৪৯০৯। বি-৮

ফ্ল্যাট বিক্রয় : দক্ষিণ
দক্ষিণমুখী লেকসাইড ১০৫
বর্গফুটের ফ্ল্যাট। এলিগ্যান্ট, ৮২
০১৯১২৯৯৪৩৫৬, ০১৬৭২৮
০১৭১৫৩১৩৪৭১, ০১৭১৫-৯
০১৭৩৫৬৬১২২৯, ০১৭২৬০২৪
বি-৮

বিক্রয় : অতি উত্তম অবস্থা
সেলিডা ট্যাক্সি ক্যাব (হলুদ
বিক্রয়। ফোন : ০১১-৯১২
০১৮১৫৫৫৩৬২৯। বি-৮

কম্পিউটার ক্রয়-বিক্রয়/সার্ভি
নতুন পুরানো কম্পিউটার ক্র
হোম সার্ভিস এসডিব্যাম,
মাদারবোর্ড বিক্রয়। কম্পিউটার
৯৬৭১৬৬৬, ০১৭১১-৩
০১৯১২-৩৫২০৩০। বি-৮

এপার্টমেন্ট বিক্রয় : ১০০%
নির্মাণাধীন মিরপুর,
মোহাম্মদপুর, শ্যামলী, বায়তু
বনশ্রী, পল্লবী বাসাবো ৭৫০-১৬
সিলিকন প্রপার্টিজ-৯১
৯১২২৮৯, ৯১২৫৯৩২,
০৯৬৩৮১, ০১৭১২-৯২৭৩৯৯।
বি-৮